25 OCT 2016
তারিখ ২৫ OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

রাবিতে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে মেস মালিকদের টাকা আদায়!

রাবি (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে মেস মালিকরা টাকা আদায় করছেন। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় দুই লাখ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অবস্থান নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেস ও রাজশাহী শহরের হোটেলগুলোতে। এদিকে মেসগুলোতে এলাকার পরিচিতদের সঙ্গে কষ্ট করে থাকলেও আগত ওইসব লোকের কাছ থেকে জনপ্রতি দু'শ' টাকা আদায় করছে মেস মালিকরা। মহানগর মেস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে এক কপি ছবি, প্রবেশপত্রের ফটোকপি ও গেস্টের নিকট হতে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও ছবিসহ মেসে অবস্থানকারীদের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত ফরম পূরণ করে মেস মালিক সংরক্ষণ করবেন। এছাড়াও ভর্তিচ্ছুরা মেসে অবস্থান করতে জনপ্রতি দু'শ' টাকা মেস মালিককে প্রদান করবেন।

মেস মালিক সমিতির এমন সিদ্ধান্তের পরে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী বিশেষ করে বিনোদপুর, মন্ডলের মোড়, কাজলা, ধরমপুর, মেহেরচী এলাকাগুলোতে মেঝেতে থাকা শর্তে দু'শ' টাকার বিনিময়ে মেসে থাকার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া কিছু মেসে পঞ্চাশ-একশ' টাকাও নেয়া হচ্ছে। ভর্তিচ্ছুদের এই ভোগান্তির সুযোগ নিয়ে মেসে খাবার দামও দ্বিগুণ করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, বিনোদপুর গফুর মঞ্জিল ছাত্রীনিবাস, ওকেডি ছাত্রাবাস, ছখিনা ছাত্রাবাসগুলোতে দু'শ' টাকা হারে, মির্জাপুরের খান মঞ্জিল ছাত্রীনিবাস ও তালাইমারী নূপুর লেডিস হোস্টেলে মাথাপিছু একশ' টাকা হারে ভর্তিচ্ছুদের কাছে থেকে আদায় করছেন মেস মালিকরা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ও রাজশাহী শহরের প্রায় প্রত্যেকটি মেসে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসবে প্রতিবাদও করতে পারছেন না মেসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা। প্রতিবাদ করলে মেস থেকে বের করে দেয়ার হুমকিও আছে বলে অভিযোগ মেসে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা থেকে আগত এক ভর্তিচ্ছু মুনিয়া শারমিন অভিযোগ করেন, 'এসেছিলাম এলাকার বড় এক আপুর কাছে থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবো। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এখানে থাকতে হচ্ছে, এটা কোন্ ধরনের আতিথেয়তা?'

> প্রায় দুই লাখ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উঠেছেন বিভিন্ন আবাসিক হল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মেসে। এলাকার পরিচিতদের সঙ্গে কষ্ট করে মেসে থাকলেও তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি দু'শ' টাকা করে আদায় করছেন মেস মালিকরা

চিঠির বিষয়ে জানতে চাইলে মেস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, 'আমরা প্রথমে দু'শ' টাকা করে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছি। এছাড়া যেখানে টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে জেনেছি, বিষয়টি মীমাংসা করে দিয়েছি। আশাকরি সব মেসে অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধ করতে পারবো।' মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, 'অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কথা আগে থেকে জানা থাকলে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতাম। তারপরও মেস মালিক সমিতির সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবো।'